273

দৈনিক বাংলা

তারিখ 23 SEP 1995
পৃষ্ঠা 6 কলাম 1

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পঁচাত্তর বছর পূর্তি উদযাপিত হয়েছে। একই সঙ্গে উদযাপিত হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের পুনর্মিলনী। ঐতিহাসিক এ উপলক্ষের আনন্দঘন উদযাপনা মর্যাদাশীল এ শিক্ষাপীঠের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী মহলে নতুন প্রেরণার সঞ্চার ঘটাবে বলেই আমরা আশা করি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তার অস্তিত্বের পঁচাত্তর বছরে এ জাতির বিবর্তন আর অগ্রযাত্রায় অমেয় অবদান রেখেছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর শ্রম জাতীয় চিন্তা-চেতনার রূপকে অবয়ব দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই মর্যাদার পতাকা সমুন্নত রাখার প্রয়োজন আজও অস্বীকার্য। সকলের সচেতন উদ্যোগেই এ লক্ষ্যের বাস্তবায়ন সম্ভব।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমদ উদযাপনা অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণে বির্শ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা ফিরিয়ে আনার ওপরই জোর দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তার মত হচ্ছে, সকল মহলের সহযোগিতায়ই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান ও মর্যাদা বাড়ানো সম্ভব। বলার অপেক্ষা রাখে না, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান আজ আর প্রশ্নাতীত বিষয় নয়। আবিলতার শত ধারায় জড়িয়ে শিক্ষার ধারা রুদ্ধ হতে বসেছিল, বলতেও বাধা নেই। আর একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মান নিয়েই যখন প্রশ্ন জাগে, মর্যাদা বলতে তার কিছুই থাকতে পারে না। একটি সচেতন জাতির জন্য এমন একটা অবস্থা কিছুতেই বরদাশতযোগ্য বিবেচিত হতে পারে না।

এক কালে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড নামে সম্মানিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুনামের মূলে ছিল তার শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের জ্ঞান-সাধনার সাফল্য। পরবর্তী পর্যায়ে গণতান্ত্রিক অধিকার চেতনার সূতিকাগারও ছিল এই বিশ্ববিদ্যালয়। ভাষার দাবী থেকে জাতি সত্তার প্রতিষ্ঠা, ইতিহাসের প্রতিটি অধ্যায়েই এ বিশ্ববিদ্যালয় দিশারির ভূমিকা নিয়েছে। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে আমাদের প্রত্যাশা তাই ছিল সর্বাধিক। স্বীকার করতে বাধা নেই, যে কারণেই হোক, বিশ্ববিদ্যালয় সে চাহিদা মেটাতে পারেনি। নানা সংকটে জড়িয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশই প্রায় বিলুপ্ত হতে বসেছিল। আশার কথা, আজকের গণতান্ত্রিক পরিবেশে এ দুর্দৈব কাটিয়ে ওঠার উদ্যোগ জোরদার হয়ে উঠেছে। পঁচাত্তর বছর পূর্তি উদযাপন এ প্রশ্নে সচেতনতার সাক্ষ্যই বহন করে। উজ্জ্বল অতীতের স্মরণ ও চর্চা পরিতৃপ্তিকর ভবিষ্যৎ রচনার পথ দেখাতে পারে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অতীত ইতিহাসের দিকে চোখ ফেরালে দেখা যাবে, শিক্ষকদের নিরলস শ্রম আর শিক্ষার্থীদের অবিচল নিষ্ঠাই তার সকল মর্যাদার ভিত রচনা করেছিল। আজকের দিনে সেই শ্রম আর নিষ্ঠা ফিরিয়ে আনা আবশ্যক। কারও একার পক্ষে এ কাজ সম্ভব নয়। মিলিত উদ্যোগেই এ লক্ষ্য অর্জিত হতে পারে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষকসমাজের অগ্রণী ভূমিকার গুরুত্ব সর্বাধিক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মেধা নিয়ে প্রশ্নের সুযোগ নেই। 'তাদের কুড়ি শতাংশ আন্তর্জাতিক মানের অধিকারী' এ মন্তব্যকেও আমরা খুবই রক্ষণশীল মনে করি। মুশকিল একটাই, প্রয়োগ ব্যতিরেকে মেধার অস্তিত্ব অর্থহীন। আমাদের শিক্ষকসমাজকে এই মেধা প্রয়োগে ব্রতী হতে হবে। শিক্ষার মান আর শিক্ষাপীঠের মর্যাদা উন্নীত করার এটাই একমাত্র পথ।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, শিক্ষা এক জটিল প্রক্রিয়া। কোন একটি পক্ষের চেষ্টা বা শ্রমে তার লক্ষ্য অর্জিত হওয়ার নয়। শিক্ষকের সঙ্গে শিক্ষার্থীকেও সমানভাবে আগ্রহী এবং পরিশ্রমী হতে হবে। একই সঙ্গে মনে রাখতে হবে, শিক্ষার পরিবেশে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর ভূমিকা মুখ্য হলেও এটাই একমাত্র সত্য নয়। সার্বিক সামাজিক পরিবেশ এবং সামাজিক শক্তিসমূহের প্রভাবও এ ক্ষেত্রে অন্যতম বিবেচ্য। সকলের সহযোগিতা বলতে তাই শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অতিরিক্ত অনেক কিছু বোঝায়। এ সত্যের আলোকে, বিষয়টিকে গ্রহণ করে আমরা সকলেই যদি উদ্যোগী হই, সহযোগিতার হাত বাড়াই, বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে অর্পিত প্রত্যাশা পূরণ কঠিন কিছু না।